বাজার তদারকি শেষে তিনি সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আমদানি পণ্যের ক্ষেত্রে ডলারের দাম বৃদ্ধি ও দেশীয় পণ্যের উৎপাদন

বিক্রেতারা জানান, মেলার শেষ দিকে প্রতিদিন বিক্রি ভাল হয়। এখনো প্রতিদিন নতুন নতুন বই মেলায় আসছে। এটি শেষ দিন

দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এ বছর মোট ৩৭টি প্যাভিলিয়ন বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। গত বছর ৬০১টি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মোট ৯০১টি স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

ফার্মেসিতে (ওষুধের দোকান) খোঁজ নিয়ে জানা যায়, শীতকালীন সময়ে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে মোনাস, ফেক্সো বা এজাতীয় অন্য ওষুধ। তবে ঠান্ডা একটু কমে যাওয়ার পর থেকে প্যারাসিটামলজাতীয় ওষুধ নাপা, এইস ও সর্দির ওষুধ বিক্রি অনেক বেড়েছে।

বাড্ডার লাজ ফার্মার একজন বিক্রয় প্রতিনিধি জানান, শীতকালীন সময়ের তুলনায় এখন জ্বর ও ঠান্ডাজনিত রোগের ওষুধ বিক্রি বেড়েছে। সাধারণত শীতকালে রোগের প্রকোপ একটু কম থাকে। শীত কমার সঙ্গে সঙ্গে জ্বর-সর্দির মতো অসুখ বেড়ে যায়।

বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটের বহির্বিভাগে সাধারণ সময়ে প্রতিদিন রোগী আসে গড়ে ৮০০ থেকে ৯০০ জন। বর্তমানে সে সংখ্যা বেড়ে ১২০০ থেকে ১৩০০ জনের মতো। টিকিট হাতে শিশুদের কোলে নিয়ে সিরিয়ালের অপেক্ষায় তাদের বাবা-মা। হাসপাতালের বহির্বিভাগের সামনে শিশু আজানকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তার বাবা। অতিরিক্ত ভিড় দেখে সিরিয়াল নিয়ে একটু বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন তিনি। কথা হলে জানান, আজানের দুদিন ধরে জ্বর। প্রথমে ভেবেছিলেন সাধারণ জ্বর, দু-একদিনেই হয়তো সেরে যাবে। কিন্তু দ্রুতই তার সন্তান দুর্বল হতে থাকে। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে ছেলেকে নিয়ে হাসপাতালে এসেছেন।

হাসপাতালটির চিকিৎসক ডা. এ বি এম মাহফুজ হাসান আল মামুন সকাল থেকে টানা রোগী দেখছেন। তার সঙ্গে কথা হলে বলেন, সকাল থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত প্রায় ১৫৩ জন রোগী দেখেছি। গত সপ্তাহ থেকে রোগী বাড়ছে। বেশিরভাগই জ্বর, ঠান্ডা-কাশি, ডায়রিয়া, অ্যাজমা, হাঁপানি, নিউমোনিয়া, ব্রংকিওলাইটিস ও শ্বাসকষ্টের রোগী। অনেকের চর্মরোগের সমস্যাও অনেক বেড়েছে। ২-৩ শতাংশ করোনা রোগীও পাওয়া যাচ্ছে।

তিনি বলেন, বেশিরভাগ শিশুর শুরুতেই তীব্র জ্বর আসছে। ১০৪-১০৫ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠছে। সাধারণ জ্বর তিনদিন পর এমনিতেই সেরে যায়। কিন্তু সর্দি-কাশি বা অন্য উপসর্গ থাকছে অনেকের, তাই জ্বর দ্রুত কমছে না। হাসপাতালে এখন এ ধরনের রোগীর সংখ্যাই বেশি। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বহির্বিভাগের তথ্যে

ইনচার্জকে জিম্মি করে চাঁদা আদায় করারও অভিযোগ রয়েছে। সম্প্রতি

আওয়ামী লীগের তিনবারের সাধারণ সম্পাদক করেছেন। যা স্বাধীনতার

অফিসারদের সঙ্গে কর্মরত পুলিশ অফিসারদের পুনর্মিলনী, পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতির বার্ষিক সমাবেশ,

দোহার- নবাবগঞ্জ- কেরানীগঞ্জ- রোহিতপুর।

প্রধান শিক্ষকের কার্যালয়

# কল্যানপুর উচ্চ বিদ্যালয়
# Kallanpur High School

ডাকঘরঃ বাচামারা,উপজেলাঃ দৌলতপুর, জেলাঃ মানিকগঞ্জ
স্থাপিতঃ১৯৮৬ ইং

বিদ্যালয় কোডঃ৪২২৫ EIIN: 110898 Cell: 01741072141

সূত্রঃ

তারিখঃ ২১/০২/২০২৪

**পুনঃ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ঃ** সরকারী বিধি মোতাবেক কল্যানপুর উচ্চ বিদ্যালয়,ডাকঘরঃ বাচামারা,উপজেলাঃ দৌলতপুর,জেলাঃ মানিকগঞ্জ এর জন্য বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা -২০২১ ও সর্বশেষ পরিমার্জন অনুযায়ী শূন্যপদে ০১ (এক) জন সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে বাংলাদেশী নাগরিকদের নিকট হতে দরখাস্ত আহবান করা যাচ্ছে।

| ক্রমিক নং | পদের নাম ও সংখ্যা | শূন্যপদের ধরন | শিক্ষাগত যোগ্যতা | অভিজ্ঞতা | জাতীয় বেতন স্কেল ও বেতন ক্রম |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | সহকারী প্রধান শিক্ষক ০১(এক) জন | এমপিও | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক/সমমান ও বিএড ডিগ্রি/সমমান | এমপিওভুক্ত সহকারী শিক্ষক হিসেবে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা | ২৩,০০০-৫৫,৪৭০/= গ্রেড-০৮ |

আগ্রহী প্রার্থীদেরকে উল্লেখিত পদের বিপরীতে ৫০০/= (পাঁচশত) টাকার পোস্টাল অর্ডার/পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট ও জীবনবৃত্তান্তসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫(পনের) দিনের মধ্যে প্রধান শিক্ষক বরাবর আবেদনপত্র পৌঁছাতে হবে। পূর্বের আবেদনকারীদের পূনরায় আবেদন করার প্রয়োজন নেই। প্রধানশিক্ষক , ওয়েব সাইট www.khsbd.edu.bd।

মোঃ আলমগীর হোসেন
প্রধান শিক্ষক
কল্যানপুর উচ্চ বিদ্যালয়
বাচামারা, দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ